মেয়েদের লেখাপড়া



১

বেঙ্গল
সোশ্যাল সার্ভিস
লীগ

মেয়েদের লেখাপড়া

(প্রথম ভাগ)

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭২
দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৭৩
(পরিবর্তিত)

প্রকাশক :
বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলি-৯
ফোন : ৩৫-৩১৫৯

মুদ্রণ :
ইম্প্রেশন্ প্রেস
৩৩-বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র :
শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : এক টাকা পঁচিশ পয়সা

নিবেদন

গত (১৯৭১) সেনসাসে দেখা গেল যে সারা ভারতবর্ষে শতকরা ত্রিশজনেরও কম লোক সাক্ষর। মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতা র হার শতকরা আঠারো জনের মত। পশ্চিমবাংলায় সাক্ষরতার হার পুরুষ মেয়ে মিলিয়ে শতকরা তেত্রিশ জনের সামান্য উপরে, আর মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার আরো অনেককম। শতকরা বাইশ জন। এই যে শতকরা বাইশ জন—এঁদের ভিতর কার্যকরীভাবে সাক্ষর শতকরা আট দশজন হবেন কিনা সন্দেহ।

আমাদের সমাজ নানারকম পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে। এইসব মৌলিক, গুণগত পরিবর্তনকে সমাজ যদি বুঝতে না পারে, সহজভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করতে না পারে, তবে শুধু যে বর্তমান সমাজ ভেঙে পড়বে তা নয়, নতুন সমাজ গড়া ও সম্ভব হবে না। কারণ, মনের পরিবর্তন না হলে, বাইরের পরিবর্তন আসতে পারে না। এলেও উপর উপর আবছাভাবে আসে। বিকৃত, দুর্বল, ক্ষনস্থায়ীভাবে আসে। অনেক সময় তাতে সমাজের উপকার না হয়ে অপকার হয়।

এই পরিবর্তনকে চিনবার, জানবার, বোঝবার, গ্রহণ করবার এবং নিয়ন্ত্রন করার প্রধান উপায় হল লেখাপড়ার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা। শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নয়, সামাজিক শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পুরুষদের চাইতে মেয়েদের বেশী ছাড়া কম নয়। মায়ের কাছে শিশু যা শিক্ষা পায়, সেই শিক্ষাই তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়তে বহুলাংশে সাহায্য করে।

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ বহুদিন যাবৎ বড় মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে রচিত প্রাইমার ও পরবর্তী বই লেখার কথা ভাবছে। ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করায় এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা-মন্ত্রণালয়কে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন পাঁচখানা বই প্রকাশ করা হ'ল। মেয়েদের লেখাপড়া—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, আর পরবর্তী বই 'ঘরণী' 'আপনি সাজুন ঘর সাজান' আর 'হাতের কাজ শিখে আয় করুন'। পরে আরো বই প্রকাশ করা হবে। ভারতের আর কোথাও বড় মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে এধরণের বই রচনা করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বয়স্কশিক্ষার পথিকৃৎ 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' মহাশয়ের সাহায্য না পেলে এ বই বার করা যেতনা। তিনি সুদীর্ঘকাল আমাদের নানাভাবে প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর ঋণ শোধ করবার নয়। শ্রীসীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই বই রচনার মূল দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন।

আশাকরি যাঁদের জন্য এ বই লেখা তারা এ বই পড়ে আনন্দ ও উপকার দুইই লাভ করবেন।

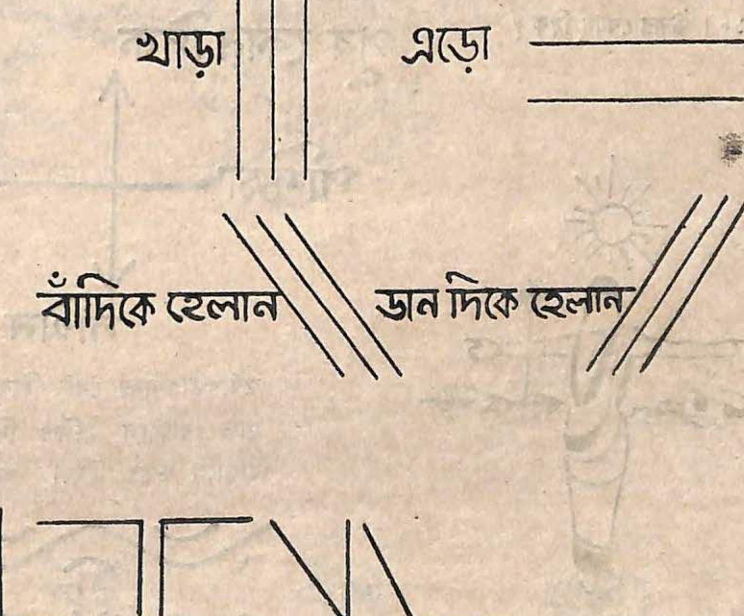
সত্যেন মৈত্র
সাধারণ সম্পাদক
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
কলিকাতা-৭

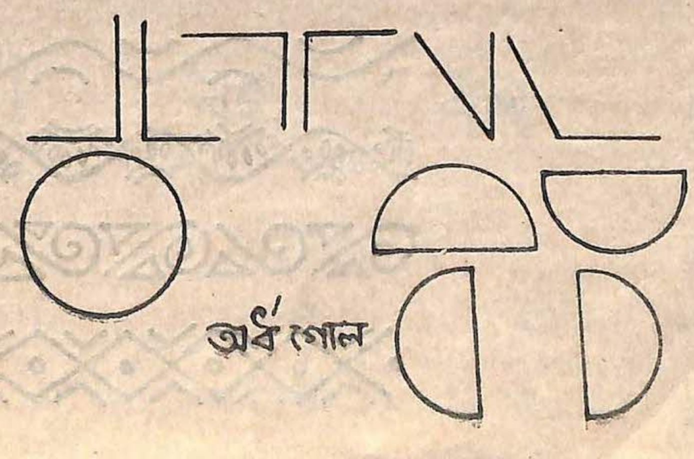
মেয়েদের লেখাপড়া

(প্রাক্‌-আক্ষরিক অনুশীলন)

শিক্ষিকা ছাত্রীদের প্রথমে রেখা আঁকতে শেখাবেন। সরল ও বাঁকা রেখা, গোল, দুইটি রেখার সাহায্যে কোণ, তেকোণা, চৌকোণা এগুলি আঁকতে শিখতে হবে। এইগুলি ভাল করে শেখান হলে ছাত্রীর পক্ষে অক্ষরগুলি লেখাই যে শুধু সহজ হবে তাই নয়, তার দৃষ্টি খুলে যাবে আর একটি বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা করার ভিত্তি গড়ে উঠবে।

১। এইগুলি আঁক ঃ





মেয়েদের লেখাপড়া

বড় মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার এই কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে।

(১) প্রথম আঁকা। তারপর লেখাপড়া।

(২) তাদের মনে অভিমান জেগেছে। এই অভিমানকে খাটো করলে চলবে না।

(৩) তারা অনেক বিষয় শুনে শুনে কিছু কিছু জানে। তাদের এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করাই হবে শিক্ষিকার প্রধান লক্ষ্য।

(৪) মেয়েরা কলা (arts) ভালবাসে। ছন্দের প্রতি একটা সহজ অনুরাগ তাদের আছে। তাই ছবি আঁকা, আল্পনা দেওয়া, ছড়াকাটা, নাচ, গান, বাজনা, রান্না, সাজা বা সাজান ইত্যাদি তারা ভালবাসে। লেখাপড়ার ছলে তাদের মনে সূক্ষ্ম রুচিবোধ জাগিয়ে দিতে হবে। তাহলেই 'স্নেহ-সুধামাখা বাসগৃহতল আরও আপনার হবে'।

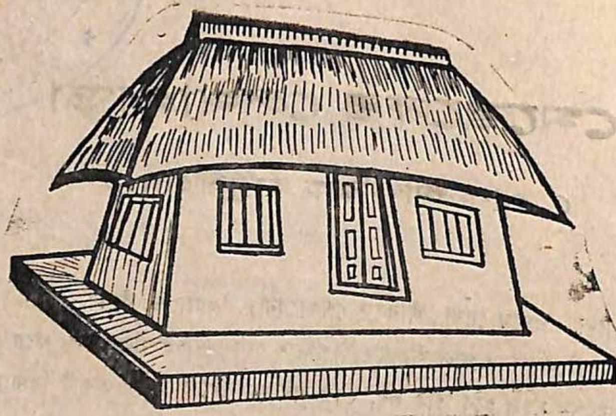
(৫) কৃষিভিত্তিক বিরলবসতি জনসমাজ ছিল সরল। শিল্পভিত্তিক ঘনবসতি জটিল সমাজজীবনে নিত্যনূতন সমস্যা এসে দেখা দেয়। সরল সমাজে সংসার করা ছিল একটা লীলা। আজ জটিল সমাজে সংসার করার অনেক ঝামেলা। এই ঝামেলা পোয়াবার উপযোগী শিক্ষা তাদের দিতে হবে।

(৬) পড়ুয়া সমাজ থেকে অনেক কিছু সুখ-সুবিধা সেবা আদায় করে। এই সমাজের প্রতি তার একটা দায় আছে। এই দায় থেকে মুক্ত হতে হলে সমাজের সেবা করতে হবে। একথা তাকে পদে পদে মনে করিয়ে দিতে হবে

(৭) শিক্ষিকার খাটুনি বেশী পড়ুয়ার চেয়ে। তাই যাতে তাঁর সুবিধা হয়, পাঠের নীচে ছোট অক্ষরে ছোট ছোট গল্প ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাঠ সম্পর্কিত সংবাদ বা গল্পাদি শিক্ষিকা নিজেও যোগাড় করে নেবেন। পড়ান যত সরল হবে, তত পড়ুয়া পাওয়া যাবে।

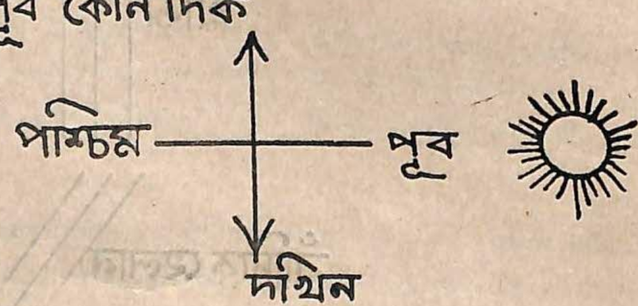
(৮) পাঠের মধ্যে মধ্যে সংখ্যা ও হিসাবের কথা থাকবে। আজকের দিনে হিসাব না জানলে জীবনযাত্রা একেবারে অচল।

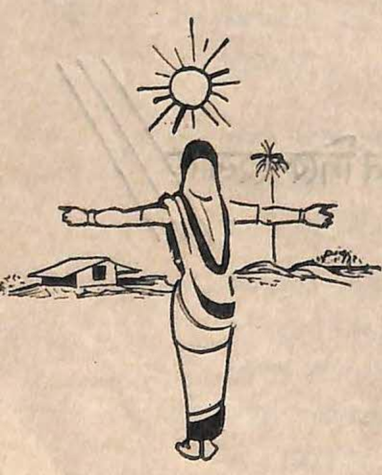
'বিজ্ঞান ভিক্ষু'



পুরো ঘরটি

১০। উত্তর কোন্ দিক ?





সূর্য ওঠার সময় সেই দিকে মুখ করে দাঁড়ান। ডান হাত বাড়ালে দক্ষিণ দিক দেখায়। বাঁ হাত বাড়ালে উত্তর দিক। আর পিছনে পশ্চিম দিক।

১১। সরল আলপনা



পাঠ—১



১। পড় আর লেখ

মা মল মন রমা

ম া	ম ল	ম ন	র মা
ম া	ল	ন	র
ম া	ল	ন	র

২। পড় আর লেখ

ম+া=মা ; ন+া=না ; র+া=রা ; ল+া=লা

ম মন মা মান মানা লা লাল ন নর

মল মাল মালা লালা নল

মর মার মারা লামা নম

না নাম নামা র রমা রা রাম

নাল নালা রলা রামা

নানা

৩। পড় আর লেখ

মার নাম। মার নাম রমা। মার মন নরম।

মার মালা। লাল মালা। রামলাল লালা।

রাম নাম।

মামার মাল। মামার মাল নামা। মামার মাল নামল।

ন মন মাল নামল।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশ :—

লেখার গুরুত্ব পড়ার গুরুত্বর চেয়ে বেশী বৈ কম নয়।

প্রথম থেকে অক্ষর শব্দ ও বাক্য লেখার উপর জোর দিতে হবে।

দেখে লেখার চেয়ে শুনে লেখার উপর জোর দিতে হবে।

প্রাক্-আক্ষরিক পর্যায় যে কোণ, সমকোণ, গোল আর অর্ধগোল ইত্যাদি আঁকা অভ্যাস হয়েছিল—অক্ষরের সঙ্গে সেগুলির মিল দেখিয়ে লেখার কায়দা শেখাতে হবে।

পাঠ—২



১। পড় আর লেখ

বই   অত

ব ই   অ ত

ব ই   অ ত

ব ই   অ ত

ব+া=বা ; অ+া=আ ; ত+া=তা

২। পড় আর লেখ

ব	বর	বান	বালা	**ই**	বই	নাই	লাই
	বন	বার	বামা		রই	বাই	তাই
	বল	বাত	বাবা		লই	নাই	ইলা

অ	অত	আর	ত	তব	তার	তারা
	অই	আন		তর	তাল	তালা
	আম	আতা		তল	তাত	তামা
	আল	আনা				

৩। পড় আর লেখ

বনাত, বলাই, আইন, অতল, অমল, মাইল, আমন, আলতা, বালাই, তরতর, বললাম, বলরাম, ইতর, তলব, অবতার।

৪। পড় আর লেখ

মার বই। আমার বই। ইলা বই আন। মার বই আন। আমার বই আন। মা বলল। অত মাল? বাবা বলল। অত মালই মামা আনল। ইলার মামার নাম বলাই।

রাম নাম। বল রাম। আইমা আলতা আন। মা আমার বই আন।

পাঠ—৩



১। পড় আর লেখ

কদম ভয়

ক দ ম   ভ য়

ক দ   ভ য়

ক দ   ভ য়

২। পড় আর লেখ

ক	কম	কাল	কালা	দ	দল	আদা	দাম
	কর	কাকা	কান		দর	দানা	দান
	করা	কাত	কাক		দই	দাদা	কাদা
ভ	ভর	ভতা	ভই	য়	ভয়	কায়	রায়
	ভব	ভরা	ভাত		রয়	আয়	কায়া

৩। পড় আর লেখ

কদম, কলম, কমলা, দরদ, দালান, আদায়, বাদল, মাদল, ভারত, অভয়, কলাই, কায়দা, ময়দা, নয়ন, দরকার, দলবল, দয়াময়।

৪। পড় আর লেখ

ই থেকে পাই ইকার (ি)

ম+ ি =মি ; র+ ি =রি ; ল+ ি =লি ;

দ+ ি =দি ; ত+ ি =তি।

দিদি দিবি দিক দিন তিন তিনি দাবি বিনা
বিলি বিল অতি কলি মিল তিল দিলাম নিলাম
বিনয় ভিতর বিকিকিনি।

৪। লেখ আর পড়

কাল কি বার? কাল রবিবার। তরকারি আন। ভাত আর দই আন। মা ভাত নামাল। মা ভাত দিল। কমলা আয়। ভাই ভাই নাই বিবাদ। আমার তিন ভাই। করিম কলিম আর নবাব। আমি কি ভয় করি? ভাল ভাল আম কিনি।

পাঠ—৪



১। পড় আর লেখ

হার যব থালা এক

হ া র   য ব   থ া ল া   এ ক

হ   য   থ   এ

হ   য   থ   এ

২। পড় আর লেখ

হ	হর	হাল	হাত	হানি
	হই	হার	হাবা	হাতি
	হল	হায়	হাতা	আহা
	হয়	হাম	হানা	ইহা

য	যব	যাই	যদি
	যত	যায়	যিনি
	যক	যান	যাহা
	যম	যাব	যাক

থ	থই	থাক	কাথ
	থর	থানা	থান
	থাম	থালা	থাকি

এ	এক	এই	এলা
	এর	এত	একা
	এল	এরা	এলি

৩। পড় আর লেখ

হইল, হারাল, হাতাহাতি, হানাহানি, যাহার, যতই, যতন, যাইব, অযতন, যাতনা, রথতলা, কথক, একদা, এমন, এরকম, একলা, একবার, একতারা।

৪। পড় আর লেখ

এ থেকে পাই একার (ে)

ে ম = মে ; ে য = যে ; ে ভ = ভে ; ে ত = তে

মেয়ে	হেলে	যেন	তের
মেলা	তেল	হেন	তেমন
বেলা	কেন	নেতা	তেমনি

হাতেনাতে বেলাবেলি।

৫। পড় আর লেখ

এ হার কার? এ মায়ের হার। মায়ের হার যতন কর। কাহার বল অতি? নিরভয় যাহার মতি। ভাল থাক। কম কথা বল। দয়া কর। মেলায় যাবে? যতনে রতন মেলে।

কমলা ভাইকে থালায় ভাত দে। নরম ভাত এনে দে। আর দই দে। মায়ের কথা মানব। বাবার কথা মানব। দিদির বিয়ে হবে। দিদির ভাল বর হবে। রথতলায় মেলা হবে। মেলায় যাব। আমি, দাদা আর মেনি।

শিক্ষিকা এখন একটি শিক্ষামূলক গল্প শোনাবেন।

আগেকার দিনে কথক ঠাকুররা মুখে মুখে শিক্ষমূলক গল্প বলতেন। এখন দিন কাল পাল্টে গিয়েছে। কথক ঠাকুরদের জায়গা নিয়েছে বই। লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা তাই এখন এত বেশী।

পাঠ—৫



১। পড় আর লেখ

ওল খই

ও ল খ ই
ও খ
ও খ

২। পড় আর লেখ

ও ওল কও যাও
ওর ওরা লও
ওই ওমা দাও

খ	খই	খাল	খেলা
	খানা	খালি	খায়
	খরা	খাবার	খাও
	খনি	খাতা	খামার

৩। পড় আর লেখ

ও থেকে পাই ওকার (ে া)

ে ক া = কো ; ে ল া = লো ; ে র া = রো ; ে খ া = খো

কোন	বোন	খোলা
দোল	তোর	খোদা
বোল	বোবা	তোলা
কোল	বোকা	আলো

হসন্ত দিলে (্) হয় যথা: আনন্দ, অন্দর, মন্দ

রেফ দিলে (ৰ্) হয় যথা: মর্ত, আর্ত, খর্ব

৪। পড় আর লেখ

ওলাবিবি, হাওয়া, হাওলাত, খাতির, খরিদদার, খাইখাই, খাওয়া, খোলা, ওকালতি, ওদিক, দোয়াত, বোলতা, কোদাল, তোমরা, কোরবানি।

ওই দেখ্ ওরা খামার থেকে এল। ওদের নাইবার তেল দে।

লক্‌খি থালায় ভাত দে। কি কি রান্‌না হল ?
ভাত আর লাউয়ের তরকারি। আর আমের অম্‌বল।
আয় তোরা খাবি আয়। মা বলল।

খোকা কোথায় ? খোকা দোলনায়। কে দোল দেয় ?
মণিমালা দোল দেয়। দোল দেয় আর বলে—

খোকামণি ! ও খোকামণি !
তোমায় খেলনা কিনে দেব !
তোমায় সোনার হার দেব।
আর হাতে তোমার মোয়া দেব।

আর্ত লোককে দয়া করো। যত্‌ন করে কর্ম কর।
কমলার মেয়ের নাম রত্‌না।

শিক্ষিকা কয়েকটি ছড়া বলবেন :

১

খোকন আমার দোলে রে
রাজার ঘোড়া চলে রে।
ঘোড়া ছুটে পাঁই পাঁই
দোলনা দোলে সাঁই সাঁই

২

চাঁদ দোলে সূর্যি দোলে
দোলে নদীর জল।
দোলে আমার গোপালমণি
দে দোল্ দে দোল।

৩

নিষুত রাতি নাইরে সাড়া
ঢুল ঢুল ঢুল নয়নতারা।
কুল কুল বইছে নদী ঘুমের জোছনায়
আয়রে ঘুম আয়রে তোরা আয়।

৪

আয়রে পাখী আয়
কালো জামা গায়
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
সোনার নূপুর যায়।

৫

এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিয়েছে দেয়াল
সে করেছিলো পাঠশালা
পড়তো সেথায় আরশুলা।



পাঠ—৬



১। পড় আর লেখ

ডাব জামা উমা

ড া ব জ া ম া উ ম া

ড জ উ

ড জ উ

কড়াই

ক ড় া ই

ড়

ড়

উ থেকে পাই উ-কার (ু)

দ ু ল = দুল

হ ু ল = হুল

ভু ু ল = ভুল

২। পড় আর লেখ

ড	ডর	ডানা	জ	জন	জামা	জিত	জুজু
	ডাল	ডিম		জল	জানা	জিদ	জুত
	ডাক	ডিবা		জমা	জমা	জিভ	জের
	ডান	ডুব		জমি	জাত	জিরা	জোত
	ডাব	ডুলি		জরি	জাল	জুড়ি	জোর

ড়	বড়	নুড়ি	বাড়ি	উ	উই	কুল	লাউ
	বিড়ি	খড়	তাড়ি		উনান	ভুল	উনি
	কড়ি	নাড়া	আড়ি		উমা	উলু	তুলি

৩। পড় আর লেখ

ডমরু, ডবল, ডাকাত, ডাক্‌তার, আজান, জামিন, জমিদার, কড়াই, লড়াই, কাড়াকাড়ি, বাড়ন, উকিল, উজান, উড়ানি, উতল, বকুল, নকুল।

উ-কার দুরকম লেখা হয়। যেমন ভুল। আবার রয়ে উকার লেখা হয় রু।

	ভুল	তরু	কুল
হয়ে উকার—হু	হুল	বহু	হুকুম

৪। পড় আর লেখ

মা কি কাজ করেন? মা উমার জামা বোনেন। মা উমার উলের জামা বোনেন।

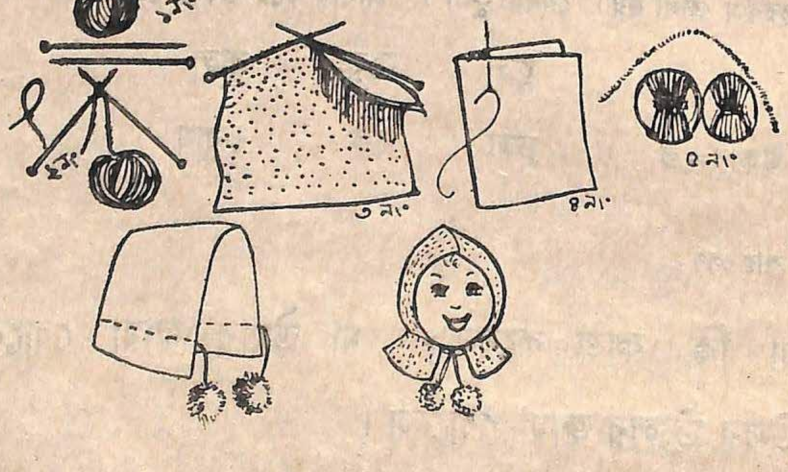
উমা কি করে ? উমা কড়াইতে হাতা নাড়ে। যার ভাত নাই, তার জাত নাই। আমার কাজও নাই, কামাইও নাই। নেই কাজ ত খই ভাজ ! লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।

শিক্ষিকার জন্য :—

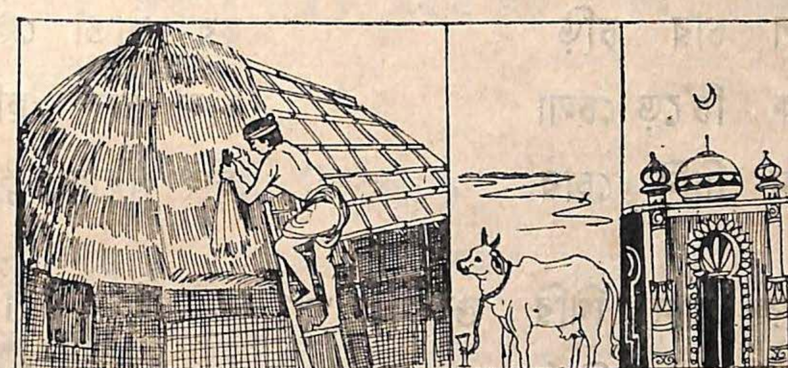
ছাত্রীদের কাছে উল বোনার বিষয় ও সেলাইয়ের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কয়েকটি নকৃসা দেওয়া হল।

সেলাই বোনা শেখাতে গেলে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষার্থিনী কতটুকু নিতে পারে। প্রথমে যেমন অক্ষর না শেখালে পড়তে পারে না, তেমনি সেলাই বোনা শেখায় প্রথমে শক্ত জিনিস না দিয়ে খুব সোজা হাল্কা ধরনের বোনার কাজ দেওয়া দরকার। এখানে টুপী বোনার নিয়ম দেওয়া হল। বোনার মধ্যে এইটি বেশ সহজ।

এক বছরের ছেলের মাথার টুপী করতে হলে একশো পঁচিশটি ঘর তুলতে হয়। এক কাঁটা উল্টো এক কাঁটা সোজা বুনতে হবে। কোন ঘর না ফেলে, না তুলে সমান ঘরে বোনা হবে। দশ ইঞ্চি বোনা হয়ে গেলে ঘর বন্ধ করতে হবে। তারপর দু ভাঁজ করে ওপরের দিকটি সেলাই করে দিতে হবে। ছবিতে দেখানো হল। একটি লম্বা চেন বুনে টুপীর নীচের দিকে ভরে দিতে হবে। একটি পোষ্টকার্ডে কিছুটা উল জড়িয়ে মাঝখানে বেঁধে দিতে হবে। তারপর কেটে দিতে হবে। বল হয়ে গেল। এবারে চেনের দুই দিকে বেঁধে দিতে হবে। টুপীটি ছবিতে দেখান হল।



পাঠ—৭



১। পড় আর লেখ

চাল   ছাতা

চ া ল   ছ া তা

চ   ছ

চ   ছ

গরু   ঈদ   চাঁদ

গ র ু   ঈ দ   চ ঁ া দ

গ   ঈ   ঁ

গ   ঈ   ঁ

২। পড় আর লেখ

চ চর চাল চুল		**ছ** ছল ছাল ছেলে
চল চার চুড়ি		ছয় ছাতা ছোলা
চক চিঁড়ে চেলা		ছানা ছিল ছুরি
চান চিনি চোর		ছাই ছিছি ছুতোর

গ গরু গান গিরি গুরু	ঁ চাঁদ কুঁচ হাঁ গাঁ
গত গাই গির্জা গের	খাঁচা বাঁকা বাঁচা গিঁট
গলা গাদা গুড় গোল	খুঁত

ঈ থেকে পাই ঈকার (ী)

নদী

ন দ ী নারী লীলা গীতা

ী নীল চীন দীন

ঈ ঈদ

ঈগল

৩। পড় আর লেখ

চালুনী, বচন, আনাচ-কানাচ, ছাগল, ছিনিমিনি, আছাড়, গগন, গতর, উগরানো, গরুড়, বাগান, নগদ, আনাগোনা, নবীন, গভীর, ভীমরুল, দীনহীন, ননদী, জীবন।

৪। পড় আর লেখ

নবীন চাল ছাইবে। নবীনের মেয়ে বলল। বাবা নতুন চাল ছাইতে হবে। নবীন খড় কিনল। খড় দিয়ে চাল ছাইল।

নবীনের গাই গরু বিইয়েছে। নবীনের বউ গাইকে খেতে দিল। কলাই, গুড় আর ছাতু দিল। গরুর যত্ন কর। গরুকে চান করাও। গরুকে ছায়ায় রাখ। চাচা আপন জান বাঁচা!

ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। কাল ঈদ। আবদুল তাই বাজারে গেল। জামিরার নতুন জামা কিনতে।

শিক্ষিকার অংশ :—

ঈদ : মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ইদ একটি প্রধান উৎসব। ঈদ বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়।

(১) ঈদ্-উল-ফিতর। পবিত্র রমজান মাসে উপবাস পালন করে, পরের মাসে প্রথম চাঁদ দেখে সবাই মিলিত হয়ে ভগবানের প্রার্থনা করে এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে।

(২) ঈদ্-উজ-জোহা। এই মাসে পবিত্র হজ পালন করা হয়। এবং মাসের দশ তারিখে প্রার্থনা ও ভগবানের উদ্দেশ্যে ধন মান প্রাণ উৎসর্গ করা হয়।

পাঠ—৮



১। পড় আর লেখ

পট	ঘট	ধান
প ট	ঘ ট	ধ া ন
প ট	ঘ	ধ
প ট	ঘ	ধ

২। পড় আর লেখ

প	পর	পালি	পিতা	পুর	পেট
	পদ	পাখি	পিক	পুলি	পোকা
	পড়	পান	পীর	পুত	পোনা

ট	টক	টাকা	টিন	টুপি
	টব	টানা	টিয়া	টেরা
	টলা	টালি	টিপ	টোপ
ঘ	ঘর	ঘা	ঘি	মুড়ি
	ঘট	ঘাট	ঘিলু	ঘোড়া
	ঘড়া	ঘাম	ঘুম	ঘোল
ধ	ধর	ধান	ধিক	ধেড়ে
	ধন	ধাম	ধীর	ধেনু
	ধর্ম	ধাই	ধুলো	ধোনা

৩। পড় আর লেখ

আপন, আলপনা, পটল, পীরবাবা, টলটলে, পটুয়া, টমাটো, টাপুর-টুপুর, খেয়াঘাট, পারঘাটা, ঘরকন্‌না, ঘোড়াগাড়ি, ঘরপোড়া, ঘাঘরা, ধানভানা, আধাআধি।

৪। পড় আর লেখ

পুটুরাণী পট আঁকছে। ও কার পট? ও মা লক্‌খীর পট। আর ঘটে রাখল ধানের গোছা। পুটুরাণী ঘটে আলপনা আঁকল। ঘটের কি বাহার!

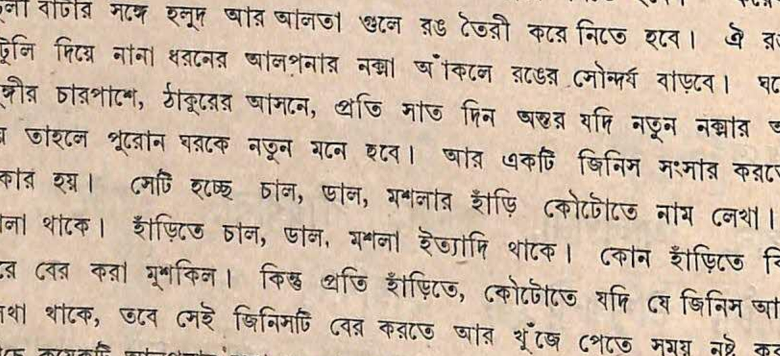
পড় আর লেখ

রাধা ঘর থেকে পালি আন। চাল মাপা হবে। মা নারকেল কুরছে। রাধা চাল বাটছে। মা নারকেলের পুলি করবে। মা, চিটে গুড় আর পুলি পাতে দে। ঘর নিকানো হয়েছে। ঘরে ধুনো দাও।

হাতে দই পাতে দই। তবু বলে কই কই। ধামায় ভরা খই। খালে ভরা কই। আমার আঁচলে নাইক কড়ি!

শিক্ষিকা ছাত্রীদের বলবেন: বাড়ীতে মেয়েরা অবসর সময়ে রং আর তুলি দিয়ে অনেক কিছু করতে পারেন। উৎসব বাড়িতে আলপনা আঁকা, বিয়ের পিঁড়িতে ফুল পাতা আঁকা, কুলো, বরণডালাতে নকসা আঁকা—এগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। এইগুলি যাতে শিক্ষার্থিনীরা ভালো করে আঁকতে পারে তার নির্দেশ শিক্ষিকা যেন দেন।

একটি নারকেল কাঠিতে একটু তুলো জড়িয়ে পাক দিয়ে নিতে হবে। কয়েকটি বাটিতে পিটুলী বাটার সঙ্গে হলুদ আর আলতা গুলে রঙ তৈরী করে নিতে হবে। ঐ রঙ আর সাদা পিটুলি দিয়ে নানা ধরনের আলপনার নক্সা আঁকলে রঙের সৌন্দর্য বাড়বে। ঘরের দেয়ালে, কুলুঙ্গীর চারপাশে, ঠাকুরের আসনে, প্রতি সাত দিন অন্তর যদি নতুন নক্সার আলপনা দেয়া যায় তাহলে পুরোন ঘরকে নতুন মনে হবে। আর একটি জিনিস সংসার করতে গেলে খুব দরকার হয়। সেটি হচ্ছে চাল, ডাল, মশলার হাঁড়ি কৌটোতে নাম লেখা। কৌটোতে মশলা থাকে। হাঁড়িতে চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদি থাকে। কোন হাঁড়িতে কি আছে চট করে বের করা মুশকিল। কিন্তু প্রতি হাঁড়িতে, কৌটোতে যদি যে জিনিস আছে তার নাম লেখা থাকে, তবে সেই জিনিসটি বের করতে আর খুঁজে পেতে সময় নষ্ট করতে হয় না। নীচে কয়েকটি আলপনার নক্সা দেওয়া হল।





পাঠ—৯



১। পড় আর লেখ

সই ঠাকুর ঝুলন উর্মিলা

স ই ঠা কু র ঝু ল ন উ র্মি লা

স ঠ ঝ উ

স ঠ ঝ উ

২। পড় আর লেখ

স সই সার সিঁড়ি সুখ সেবা

সর সাত সিঁদ সুধা সেলাই

সরু সাধা সীতা সুদ সোনা

ঠ ঠকা ঠাকুর ঠিকা
ঠেলা ঠিকুজি ঠেকা
ঠগ ঠুনকো ঠোঁট

ঝ ঝড় ঝাল ঝি ঝুমকো
ঝরা ঝামা ঝিল ঝুলি
ঝরনা ঝাঁটা ঝুনা ঝোঁক

উ থেকে পাই উ-কার (ূ)

ঊ ঊন পূজা, দূর, কূপ, দূত,
ঊরু নূতন, পূর্ব, বধূ, ভূত,
ঊর্মি ভূমি, মূল, রূপ, সূর্য

৩। পড় আর লেখ

সলতে, আসমান, আলসেমি, সময়, সাধুজী, আজকে, ঠাসবুনানী, বউঠান, ঠুনকো, ঠমক, ঠানদিদি, ঝাড়ঝুড়, ঝিনুক, ঝুলকালি, মাঝামাঝি, ঝুমুর, বহুরূপী, রূপসী, মুহূর্ত, মধুসূদন, সুদূর, নূপুর।

৪। পড় আর লেখ

ওরা দুটি সই। একজনের নাম কলি। অপরের নাম ঝরনা। কলি বলে ঝরনাকে। জানিস্ সই! আজ ঠাকুরের ঝুলন হবে। দোলনায় দোল খাবে ঠাকুর। মা পূজো করবে। ঝরনা বলল, তাই নাকি সই? আমি তা হলে ঠাকুর সাজাব। আমি সলতে পাকাব। পিদীম দেব। কলি বলল। আমি ভোর হতেই উঠেছি। ঘরে দোরের ঝুলকালি ঝেড়েছি। মেঝে নিকিয়ে নাইতে গেছি। ঘড়ায় জল এনেছি।

ঝরনা বলল। কি মজা! আজ ঝুলন। কাল ভাইয়ের মুখে ভাত। ঠানদিদি তাই নাড়ু ভাজছে।



পাঠ—১০



১। পড় আর লেখ

শালুক ফল ঋষি কৃষাণ

শ া ল ক ফ ল ঋ ি ষ ক ৃ ষ া ণ

শ ফ ঋ ষ ণ

শ ফ ণ ষ ণ

২। পড় আর লেখ

শ	শত	শালী	শিখা	শুধু	শেষ
	শর	শাণ	শিল	শুঁড়	শেখা
	শব	শাক	শীত	শুক	শোক
	শণ	শাঁখা	শূল	শূর	শোথ

ফ	ফল	ফাটা	ফিট	ফেউ
	ফণী	ফাঁকা	ফী	ফোলা
	ফর্দ	ফাঁপা	ফুল	ফোঁটা
	ফাল	ফিতা	ফুটি	ফোঁড়

ঋ	ঋণ	ষ	বিষ	ভাষা	মেষ
	ঋতু		চাষ	চষা	শেষ
	ঋষি		শিষ	ঊষা	কোষ
			ঘষা	দোষ	রোষ

ঋ থেকে পাই ঋ ফলা (ৃ)

ণ	মণ (ওজন)	কর্ণ (্ণ) ফলা	কৃষি	বৃষ	নৃপতি
	রণ	গুণ	তৃণ	ঘৃত	তৃষা
	পণ	বর্ণ	কৃপা	মৃত	হৃদয়
	বাণী	বীণা	কৃতি	কৃমি	সুহৃদ

৩। পড় আর লেখ

শীতল, সরিষা, শালতি, শাশুড়ি, আশা, আশী, আশীর্বাদ, মহাশয়, আফশোস, শনিবার, ফিসফিস, এফোঁড়, ওফোঁড়, ফলার, শাসন, শিরীষ, ফতুর, ফতুয়া, ফসল, শরীর, চরণ, বরণ, পরাণ, হরণ, মরণ, মৃণালিনী, চাষ আবাদ, পোষা, পাষাণ, তুষ, কৃপণ, রাবণ, ফুলুরি, ফকির, কৃষিকর্ম, অমৃত।

শাণ পুকুরে শালুক ফুটেছে। লাল নীল আর সাদা ফুল। গাঁয়ের লোকে বলে শাপলা। শালুকের আরেক নাম কুমুদ।

আমার সইয়ের নাম কুমুদিনী। সইকে শুধোলাম। হাঁ ভাই কুমুদ! তুই নাকি বই পড়িস?
কুমুদিনী বলল, হাঁ পড়ি। আমি বই পড়তে পারতাম না। তাই আফশোস ছিল।
আমার শাশুড়ি বললেন। ফণীর বউ! তুই পড়তে শেখ্। তোর জামাইবাবু 'মেয়েদের লেখাপড়া' বই কিনে দিল। আমি দেখে দেখে পড়তে শিখেছি। আমি লিখতে শিখেছি।

শশধর চাষ করে। শশধর ভাল চাষী। সে ফি বছর ভাল ফল পায়।

শশধরের পরিবারের নাম পরাণী। পরাণী তরকারীর বাগান করে। তার ভাই ঋষি হাটে তরকারী বেচে।

শশধর ফলের চারা এনে লাগিয়েছে। আম নারিকেল জাম। ফলসা পেয়ারা পেঁপে। সে কলার তেউড় এনে পুঁতেছে।

শশধর বই পড়ে। 'কৃষির কথা' বই পড়ে। বইতে চাষের ভাল ভাল কথা আছে।

তার এক পয়সা ঋণ নেই। কারণ শশধর সারাদিন খাটে। পরাণী সারাদিন খাটে। তাই ওরা সুখী।

পাঠ—১১



১। পড় আর লেখ

সঙ রং দুঃখ ঔষধ

স ঙ   র ং   দ ঃ খ   ঔ ষ ধ

ঙ   ং   ঃ   ঔ

ঙ   ং   ঃ   ঔ

২। পড় আর লেখ

ঙ	সঙ	ং	অংশ	চিংড়ি	ঃ	দুঃখী
	রাঙা		বংশ	লংকা		দুঃসাহস
	ডাঙা		কংস	রাংতা		দুঃসময়
	ডিঙি		হংস	জংলা		দুঃখিত
	ফিঙে		পালং	এবং		দুঃশাসন

ঔ ঔদার্য

ঔ থেকে পাই ঔ কার (ৌ)

ে ভ ৗ=ভৌ ; ে গ ৗ=গৌ ; ে ম ৗ=মৌ।

গৌর বৌমা নৌকা গৌরী

দৌড় ভৌভৌ কৌটা ফৌজ

ঐ ঐরাবত

ঐ থেকে পাই ঐ কার (ৈ)

ৈ ক=কৈ ; ৈ দ=দৈ ; ৈ থ=থৈ ; ৈ ল=লৈ।

পৈঠা দৈব বৈঠা শৈল বৈরী নৈশ

৩। পড় আর লেখ

বাঙালি, আঙিনা, লাঙল, কাঙালী, সাঙাত, ভাঙন, সংহার, রাজহংসী, দংশন, জংসন, নিঃশেষ, দুঃসাহসিক, দুঃখহারিণী, দৈনিক, বৈষয়িক, নৈতিক, দৈহিক, সৈনিক, বৈশাখ, গৈরিক, মৈনাক, কৌশল, বৌঠান, গৌরব, চৌকাঠ, চৌগুণ, চৌধুরী, মৌমাছি, চৌমাথা, ছৌনাচ।

৪। পড় আর লেখ

চৌধুরীদের বাড়ি ঠাকুরের পাট হবে। কত সঙ সাজিয়েছে। কংস রাজার সঙ। রঙীন কাপড় পরিয়েছে। মাগো! আজ দোল খেলা। বাবাকে বল্ রঙ আর আবীর কিনে আনতে।

গাঙের পাড় ভাঙছে। নৌকায় জেলেরা কৈ মাঝের ঝাঁক তুলছে। ঐ মাছ ঝুড়ি ভরে জংসনে নিয়ে যাবে। চৌগুণ দামে বিকোবে।

বৌঠান রাঙাপেড়ে শাড়ি পরে এসেছেন। শিব মন্দিরের চৌকাঠে ঘিয়ের পিদীম দিতে। তার ছেলে দৌলতপুরে সৈনিক দলে কাজ করে।

মা সন্তানের তরে আপনাকে নিঃশেষে দেন। নিজে দুঃখ সয়ে ছেলে মানুষ করেন। সন্তানের গৌরবে মায়ের সুখ বাড়ে।

বৈশাখ মাস রোদে পোড়ে। গাছগুলিকে দৈনিক জল দেবে। গাছগুলি জল না পেলে তেষ্টায় ছট্‌ফট্ করে।

কৈলাস বড় দুঃসাহসী ছেলে। মৌচাক ভেঙে মধু পাড়ে। আর মৌমাছিগুলো টের পাবার আগেই সরে পড়ে।

মানুষের নৈতিক বল দৈহিক বলের চেয়ে বড়। নৈতিক বলে মানুষ দুঃখ সাগর সাঁতরে পার হয়। দৈহিক বল অভাবের তাড়নায় মুষড়ে পড়ে। তখন চৌদিক অন্ধকার দেখে।

সারে সারে রাজহংস আর রাজহংসী চলেছে। সবুজ মাঠ দিয়ে। আর নীল আকাশে সাদা মেঘ উড়ে যায়। রাজহংস আর রাজহংসীর মত।

গৌরী আঙিনা ঝাঁট দিতেছে। কাঙালী ভোজন হবে। আজ দীন দুঃখী কত ভিড় করছে।

শিক্ষিকা ছাত্রীদের বলবেন :

আপনারা এখন নিজেরা বেশ পড়তে পারছেন। পড়তে পড়তে পড়ার গতি বাড়ে। পড়তে পারা আরো সহজ হয়। তখন আরও নতুন নতুন বই পড়তে ইচ্ছা যাবে।

পড়ার সাথে সাথে লেখা ও খুব জরুরী। লিখলে পর আর হরফগুলো ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তখন মনের মধ্যে হরফগুলো গেঁথে যায়। একবার গেঁথে গেলে আর তা কখনও হারায় না। তাই রোজ একটু লেখার অভ্যাস করতে হয়।

কি লিখবেন ? বই পড়ে কিছু লিখবেন। আবার না দেখে মন থেকে লিখবেন। ঠাকুর দেবতার নাম লিখবেন। ঈশ্বরের আর পয়গম্বরদের নাম লিখবেন। গান লিখবেন। প্রবাদগুলি টুকে রাখবেন। আর যদি কখনো কোথাও একটা সৎ কথা কি ভাল কাহিনী শোনেন তা মনে রাখতে হলে লিখে রাখতে হয়। এইভাবে কত দরকারী কথায় আপনার লেখার খাতা দেখতে দেখতে ভরে উঠবে। সেটি আপনারই লেখা, আপনার মনের খোরাক। মেয়েদের পাড়াপড়শিদের কখনো তা থেকে দু একটা পড়ে শোনাতেও পারবেন।

পাঠ—১২



ঢ ু লি আষাঢ় মিঞা সৎ

১। পড় আর লেখ

ঢ ু লি আ ষা ঢ় মি ঞা স ৎ
ঢ ঢ় ঞ ৎ
ঢ ঢ় ঞ ৎ

২। পড় আর লেখ

ঢ ঢল	ঢাকা	ঢেউ	ঢ় গাঢ়	ঞ চাঞি	ৎ সৎ
ঢঙ	ঢিল	ঢের	গাঢ়া	গোসাঞি	হঠাৎ
ঢপ	ঢিপি	ঢোক	দৃঢ়	সাঞিবাবা	কাৎ
ঢালা	ঢিমা	ঢোল	রূঢ়	মিঞা	

য-ফলা লেখা হয় (্য) যথা য ্য=য্য ; ব ্য=ব্য ; ভ ্য=ভ্য
ন ্য=ন্য।

র-ফলা লেখা হয় (্র) যথা ক ্র=ক্র, ক্র ; ব ্র=ব্র ; ম ্র=ম্র
ত ্র=ত্র

ব-ফলা লেখা হয় (্ব) যথা ন ্ব=ন্ব ; দ ্ব=দ্ব ; শ ্ব=শ্ব

য—ফলা			র—ফলা		ত'য়ের—ফলা
সন্ত	কাব্য	সভ্য	ভদ্র	মুদ্রা	ছাত্রী
বাক্য	খাদ্য	শস্য	বজ্র	গাত্র	ধাত্রী
তুল্য	সত্য	যোগ্য	আম্র	রাত্রি	পাত্রী
ঐক্য	নৃত্য	কাব্য	অগ্র	পাত্রী	মিত্র
গব্য	পণ্য	পথ্য	উগ্র	সূত্র	শত্রু
জন্য	মান্য	মিথ্যা	বিপ্র	নেত্র	যাত্রী

ক'য়ে র—ফলা		ব—ফলা			
ক্রমশ	শক্র	বিশ্ব	সাধ্বী	স্বার্থ	জ্বালা
ক্রিমি	চক্র	বিশ্বাস	বিদ্বান	দ্বিজ	নিঃশ্বাস
ক্রেতা	বক্র	শ্বাপদ্	নিঃস্ব	স্বত্ব	প্রশ্বাস
ক্রয়	আক্রা	আশ্বাস	শ্বেত	ক্বাথ	দ্বেষ

ঢাকনা, ঢোঁড়া সাপ, বেঢপ, ঢিপ ঢিপ, ঢিমে তেতালা, ঢলঢল, আলস্য, জ্যৈষ্ঠ, আরোগ্য, অযোধ্যা, অধ্যয়ন, গণ্যমান্য, প্রমীলা, প্রতিমা, শ্রীমতী, প্রধান, প্রণয়, প্রণাম, প্রমাণ, মুদ্রা, বিপ্রদাস, গ্রহণ, চন্দ্র, চক্রবর্তী, শত্রুনাশ, বক্রেশ্বর, ত্রিনেত্র, আক্রমণ, বিশ্বনাথ, বিল্বমঙ্গল, দুঃসাধ্য, উজ্জ্বল, জ্বল জ্বলে, জ্বালানি, ন্যায্যমূল্য, স্বত্ব, হঠাৎ, কাৎ, গৎ, বাজীমাৎ।

১। পড় আর লেখ

ঢোল বাজে! ঢোল বাজে!

আজ চৈত্র সংক্রান্তি। আজ চড়ক। চড়কের মেলা বসেছে। গাজনের সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পরেছে। তারা নাচছে। ঢাক আর ঢোল বাজছে। ওরা পুকুরে চান করছে। ঝাঁপ কেটে এসেছে। আয় কিরণমালা, আয় হাসি চারু মায়া। আমরা চড়ক দেখতে যাই।

ঐ দেখ থরে থরে মেঘ জমে উঠল। আজ পয়লা আষাঢ়। আষাঢ়ে ভারী বর্ষা নামবে। চল্ বাপজান মাঠে যাই। করিম মিঞার ছেলে ছোবন বলল। ওর তেজী বলদ জোড়া মই টানছে। ঢেলা আর মাটির চাক্রিগুলো ভেঙে সমান করছে।

বাঙলা আর বাঙালি



আমরা বাঙালি। আমরা ভারতের অধিবাসী। ভারতের যে অংশে আমরা বাস করি তার নাম বঙ্গ।

আমাদের দেশের পূবে রয়েছে বাংলাদেশ। আগে এই দুটি দেশ এক ছিল। এখন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। সেখানে যারা বাস করে তারাও বাঙালি।

বাঙালিরা শ্যামবর্ণ। আমাদের গড়ন মাঝারী একহারা। আমরা রোদে জলে মানুষ। আমাদের চেহারাগুলো তাই মোলায়েম। আমাদের স্বভাব নরম। আমাদের ভাষাও তেমনই মধুর।

পল্লীগ্রামে আমরা খোড়ো চাল আর মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরে বাস করি। আমাদের খিড়কির দরজায় পুকুর।

পুকুর পাড়ে বাঁশ ঝাড় আর আমবাগান। ঐ পুকুরে শালুক ফোটে। আর ডাক পাখি ছানা নিয়ে চরে বেড়ায়।

আমরা বাঙালিরা তিন বেলা ভাত খাই। মাছ, শাকসব্জি, ডাল আমাদের আহারের সঙ্গে থাকে। চালভাজা, চিঁড়ে, মুড়ি আর গুড় আমাদের জলখাবার। নানারকম ফলমূল বাংলার মাটিতে ফলে। নানারকম শস্য, পাট, চা, তামাক উৎপন্ন হয়।

আমাদের মেয়েরা শাড়ী পরে। তারা মাথায় ঘোমটা দেয়। নানা ছাঁদে তারা চুল বাঁধে। নানা ঢঙে চুলের বিনুনী করে। আর খোঁপার সে কি বাহার! আমাদের মেয়েরা গয়না পরতে বড়ই ভালবাসে। নাকছাবি, কানপাশা, চন্দ্রহার, গোট, চুড়ি আর বালা, কংকন। তারা পায়ে মল পরে। কুমারী মেয়েরা কপালে টিপ পরে। এয়োতীরা সিঁথেয় সিঁদুর দেয়, হাতে নোয়া পরে।

বাঙালির ঘরে ঘরে মেয়েরা ব্রত করে। স্বামী আর সন্তানের কল্যাণে উপবাস করে। অনেক ব্রত তারা করে। বিপৎতারিণীর ব্রত, শিবরাত্রি, নীলের ব্রত, অশোকষষ্ঠি ইতুপূজো। আরও কত কি। অনেক ব্রতকথা তারা জানে।

বাঙালি মেয়েরা নানা শিল্প কাজ জানে। তারা কাঁথার ওপর রঙীন সূতোয় হরেক রকমের নক্সা তোলে। পূজো পার্বণে ঘরদোর আল্পনা দিয়ে সাজায়। মাদুরের কাজ, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, শোলার গয়না তৈরী করতে পারে।

ও দ্বিজপদ! আজ আমাদের বাড়ি গোসাঞি ঠাকুর আসছেন। সত্যই আসছেন গো! আমাদের বাড়ি রাত্রিবাস করবেন। ওঁর তুল্য বিদ্বান নেই। সকলে ব্যগ্র হয়ে বসে আছে। ওঁর মুখে সৎ কথা শুনবে।

হাঁগো দিদি! শুনলাম তোমার মেয়ের ব্যামো হয়েছে? কত জ্বর? কি পথ্য দিয়েছো? অক্রুর বদ্যিকে ডেকে পাঠাও। ওর খুব হাতযশ।

তোমরা মহিলা সমিতির সভ্য হও। সমিতিতে অনেক শিল্পকর্ম শেখানো হয়। আর যা যা তৈরী হয় ন্যায্যমূল্যে বাজারে বিক্রী হয়।

বিশ্বনাথ বিশ্বাস আমাদের বেতের কাজ শেখান।

মা আমার সতী সাধ্বী। মাকে না দেখলে মন খারাপ হয়। দাদা মাকে প্রণাম করে রোজ জল খায়। কাল হঠাৎ জামাইবাবু এল। মায়ের জন্যে ঢাকাই শাড়ি এনেছে।

মেয়েদের লেখাপড়া-১

শিক্ষিকা ছাত্রীদের সঙ্গে এই আলোচনাটি করবেন ঃ

মেয়েদের লেখাপড়া ১ম ভাগ সমাপ্ত হল। বর্ণমালার সব কয়টি অক্ষর এখন আমাদের শেখা হয়ে গেল। এখন একটি বর্ণপরিচয় খুলে সমুদয় বর্ণমালা কিভাবে সাজানো থাকে তা আমাদের জেনে নিতে হবে। এই বইতে আমরা অক্ষরগুলিকে এমনভাবে শিখেছি যাতে সবচেয়ে যেগুলির বেশি ব্যবহার সেগুলি সব আগে শেখা হয়েছে। আর পড়ার সঙ্গে লেখাও শিখেছি। তাই অক্ষরগুলি আমাদের আর ভোলা সহজ হবে না।

এই অক্ষরগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি আছে যারা নিজের পায়ে চল্‌তে পারে না। তাদের অন্যের কাঁধে চেপে চলতে হয়। কিন্তু অন্যের কাঁধে চেপে তারা তাদের স্বভাব পালটে দেয়। এরা হল ং ঁ আর ঃ। তাই এদের আমরা বলব পর নির্ভর। আর কতকগুলি অক্ষর কোন শব্দেরই প্রথম অক্ষর করা চলে না। যেমন ঙ, ঞ, ণ, ড়, ঢ়, ৎ এরা। এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে আমরা যুক্তাক্ষরগুলি শিখব।

এই বই শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যতই পড়বে, পড়া ততই সহজ হবে। যতই লিখবে, ততই লেখা আরও সহজ হবে। কেবল লেখা আর কেবল পড়া—লেখাপড়া শেখার আদি আর শেষ কথা।

অ		ক	খ	গ	ঘ	ঙ		আ-কার = া	রেফ = (́)
আ		চ	ছ	জ	ঝ	ঞ		ই-কার = ি	হসন্ত = (্)
ই		ট	ঠ	ড	ঢ	ণ		ঈ-কার = ী	র-ফলা = ্র
ঈ		ত	থ	দ	ধ	ন		উ-কার = ু	য-ফলা = ্য
উ		প	ফ	ব	ভ	ম		ঊ-কার = ূ	ব-ফলা = ্ব
ঊ		য	র	ল	ব	ঢ়		ঋ-কার = ৃ	
ঋ		শ	ষ	স	হ			এ-কার = ে	
৯					ড়			ঐ-কার = ৈ	১ ২ ৩
এ								ও-কার = ো	৪ ৫ ৬
ঐ								ঔ-কার = ৌ	৭ ৮ ৯
ও									০
ঔ									
ং									
ঁ									
ঃ									

আমাদের মেয়েরা মুখে মুখে ছড়া বাঁধে। আর সুর করে সেগুলি গায়। মায়ের কোলে দোল খেতে খেতে শিশুরা তা শোনে। আর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই বাংলায় এত বড় বড় কবি জন্মান। আমাদের আদি কবি কাশীরাম দাস আর কৃত্তিবাস। আর পদাবলী লিখে গেছেন চন্ডীদাস। রবিঠাকুর, যাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

বাংলাদেশে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন। তাঁদের নাম রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর শ্রীঅরবিন্দ। এঁরা শুধু আমাদের দেশের নয়, জগতের গুরু।

